মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২০৯৯

পর্ব-৭: সওম (রোযা) (كتاب الصوم)

পরিচ্ছেদঃ ৯. প্রথম অনুচ্ছেদ - ইতিকাফ

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

আরবী

وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ يعرض على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

বাংলা

২০৯৯-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রতি বছর (রমাযানে) একবার কুরআন শরীফ পড়ে শুনানো হত। তাঁর মৃত্যুবরণের বছর কুরআন শুনানো হয়েছিল (দু’বার)। তিনি প্রতি বছর (রমাযান (রমজান) মাসে) দশ দিন ইতিকাফ করতেন। কিন্তু ইন্তিকালের বছর তিনি ইতিকাফ করেছেন বিশ দিন। (বুখারী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৪৯৯৮।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: আল ইসমা‘ঈলী (রহঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে জিবরীল (আঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর কুরআন উপস্থাপন করতেন প্রতি রমাযানে। এ হাদীস ও পূর্বোল্লিখিত হাদীসের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। পূর্বের হাদীসে রয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল (আঃ) উভয়েই একে অপরকে কুরআন শুনাতেন।

‘আল্লামা আসকালানী (রহঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইনতিকালের বছর ২০ দিন ইতিকাফ করেছেন তার কারণ হলো, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পূর্ববর্তী বছরে সফর অবস্থায় ছিলেন, এর উপর প্রমাণ করে নাসায়ীর বর্ণিত হাদীস এবং তার শব্দে উল্লেখিত আবূ দাউদ-এর বর্ণিত হাদীস। ইবনু হিব্বান

এবং অন্যান্যগণ তা সহীহ বলেছেন। উবাই বিন কা‘ব (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস নিশ্চয়ই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। অতঃপর এক বছর সফর করলেন ফলে তিনি ইতিকাফ করতে পারেননি, যখন আগামী বছর আগমন করল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ২০ দিন ইতিকাফ করলেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56659

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন